২০

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 JUN 1996
পৃঃ ৮ কলাম ২

কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডের ৮ শতাধিক শিক্ষকের বেতন বন্ধ ॥ ২০ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত

মাহমুদ হাফিজ

রেজিস্ট্রেশন জটিলতা ও কেলেঙ্কারির জের হিসাবে কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডের অধীনস্থ ৮শ' ৮২ শিক্ষকের বেতন এক বছর ধরে বন্ধ। একই কারণে বিশ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে গেছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রেশন কেলেঙ্কারির দায় নিরীহ শিক্ষকদের ওপর চাপিয়ে তাঁদের এক বছরের বেতন-ভাতা বন্ধ করে রেখেছেন। গত মাসে এই মেয়াদ শেষ হলেও বেতন-ভাতার সরকারী অনুদানের অংশ ছাড় করা হয়নি। গত এক বছর ধরে একমাত্র বেতনের ওপর নির্ভরশীল শিক্ষকবৃন্দ পরিবার-পরিজনসহ মানবেতর জীবনযাপন করছেন। শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন কুমিল্লা বোর্ডের আওতাভুক্ত ২শ' ১১ জন প্রধান শিক্ষক, যশোর বোর্ডের ৬শ' ১২ জন প্রধান শিক্ষক ও ৪৯ জন অধ্যক্ষ।

নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে, ১৯৯৫ সালের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য বিভিন্ন বোর্ডের অধীনে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী নাম রেজিস্ট্রেশন করে।

(শেষ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

কুমিল্লা ও যশোর

(প্রথম পাতার পর)

মাধ্যমিক নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার শেষ সুযোগ ১৯৯৫ সাল হওয়ায় পরীক্ষা দেয়ার হিড়িক পড়ে যায়। বোর্ড অফিসে নাম রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম হয়। ভুয়া রেজিস্ট্রেশন, একই নম্বরের একাধিক ফরমে একাধিক ছাত্রের রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য কারচুপির ঘটনা ঘটে। যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সাড়ে ১৫ হাজার 'ভুয়া' পরীক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে। রেজিস্ট্রেশন কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বোর্ড ২৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ারও উদ্যোগ নেয়। অন্যদিকে, কুমিল্লা বোর্ডে পরীক্ষার ফল প্রকাশের চার মাস পর চার হাজার ছাত্রছাত্রীর রেজাল্ট একই অভিযোগে বাতিল করা হয়। ১৯৯৫ সালের ৭ আগস্ট প্রকাশিত ফল ১৭ ডিসেম্বর '৯৫-এ বাতিল ঘোষণা করলে ছাত্রছাত্রী-অভিভাবক মহলে সীমাহীন উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। দুই বোর্ডের এই বিশ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভাগ্যে কী ঘটেছে জানা যায়নি।

এদিকে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত অনিয়মের সঙ্গে বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত থাকলেও উর্ধতন কর্তৃপক্ষ সমস্ত দায়দায়িত্ব নিরীহ শিক্ষকদের ওপর চাপিয়ে দেয়। ১৯৯৫ সালের মে মাস থেকে এক বছরের জন্য শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এক বছর অতিক্রান্ত হলেও নিরীহ শিক্ষকদের দিকে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজর নেই বলে সূত্র জানায়।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী ফারুক আহমদ বলেন, কর্তৃপক্ষের ঐ সিদ্ধান্ত অমানবিক। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের আত্মপক্ষ সমর্থন করতে দেয়া হয়নি। এমনকি অমানবিকভাবে সরকারী অনুদানের পুরোটাই বন্ধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, বোর্ডের জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে পুরো দায় শিক্ষকদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এমনকি বোর্ডের ভুলের কারণে কোন কোন অধ্যক্ষের বেতন অহেতুক বন্ধ রাখা হয়েছে।